

সূরা ৭৯ : নাযি'আত, মাক্কী

৭৭ - سورة النازعات 'مَكِّيَّة

(আয়াত ৪৬, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ٤٦ 'رُكُوعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(১) শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে,	١. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا
(২) এবং যারা মৃদুভাবে বন্ধন যুক্ত করে দেয়,	٢. وَالنَّشِيطَاتِ نَشْطًا
(৩) এবং যারা তীব্র গতিতে সত্তরণ করে,	٣. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا
(৪) এবং যারা দ্রুত বেগে অগ্রসর হয়,	٤. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا
(৫) অতঃপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।	٥. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا
(৬) সেদিন প্রথম শিংগাধ্বনি প্রকম্পিত করবে,	٦. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ
(৭) ওকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি।	٧. تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ
(৮) কত হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে,	٨. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ
(৯) তাদের দৃষ্টি ভীতি বিহ্বলতায় অবনমিত হবে।	٩. أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ
(১০) তারা বলে : আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাভর্তিত হবই,	١٠. يَقُولُونَ أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ

	فِي الْحَافِرَةِ
(১১) গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?	۱۱. أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا تَخِرَّةً
(১২) তারা বলে : তা'ই যদি হয় তাহলে তো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন!	۱۲. قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
(১৩) এটা তো এক বিকট শব্দ মাত্র;	۱۳. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
(১৪) ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে।	۱۴. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ

পাঁচটি বিষয়ের শপথ নিয়ে কিয়ামাতের অবশ্যম্ভাবিতা বর্ণনা

এখানে মালাইকা/ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে যাঁরা কোন কোন মানুষের রুহ কঠিনভাবে টেনে বের করেন এবং কারও কারও রুহ এমন সহজভাবে কব্জ করেন যে, যেন একটা বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ রূপই বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/১৭৮) وَالسَّابِحَاتِ সম্পর্কে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, তারা হলেন আল্লাহর মালাইকা। (দুররুল মানসুর ৮/৪০৪) আলী (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাদ্দিদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং আবু সালিহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/১৯০, কুরতুবী ১৯/১৯৩)

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (অতঃপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে)। এর দ্বারাও মালাইকা উদ্দেশ্য। এটা মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), আবু সালেহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ)

এবং সুদীর্ঘ (রহঃ) উক্তি। (তাবারী ২৪/১৯০, কুরতুবী ১৯/১৯৪, দুররুল মানসুর ৮/৪০৩-৪০৫) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যে মালাইকা আল্লাহর নির্দেশক্রমে আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সর্বত্র কর্ম নির্বাহকারী।

বিচার দিবস এবং ঐ দিন মানুষের বাক্যালাপ

‘সেই দিন প্রথম শিংগাধ্বনি প্রকম্পিত করবে এবং ওকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি’ এটা দ্বারা দু’টি শিংগাধ্বনি উদ্দেশ্য। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, تَبْعُهَا الرَّادِفَةُ এই আয়াত দ্বারা দু’বার প্রকম্পিত হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/১৯১) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/১৯১, ১৯২) মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথম শিংগার বর্ণনা يَوْمَ تَرْجُفُ (যে দিন যমীন ও পাহাড় প্রকম্পিত হবে) এই আয়াতে রয়েছে, আর দ্বিতীয় শিংগার বর্ণনা রয়েছে নিম্নের আয়াতে :

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا

সেই দিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। (সূরা মুয্যামমিল, ৭৩ : ১৪)

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ১৪) (তাবারী ২৪/১৯২)

বলা হয়েছে : فُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ কত হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে, তাদের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে। কেননা তারা নিজেদের পাপ এবং আল্লাহর আযাব আজ প্রত্যক্ষ করবে।

যে সব মুশরিক পরস্পর বলাবলি করে, কাবরে যাওয়ার পরেও কি পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করা হবে? আজ তারা নিজেদের জীবনের গ্লানি ও অবমাননা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করবে।

حَافِرَةٌ কাবরকে বলা হয়। অর্থাৎ কাবরে যাওয়ার পর দেহ পচে-গলে যাবে এবং অস্থি মাটির সাথে মিশে যাবে। এরপরেও কি পুনরুজ্জীবিত করা হবে? কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ

‘তারা বলে : তা’ই যদি হয় তাহলে তো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন! (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ১২) মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব বলেন যে, কুরাইশরা বলাবলি করত যে, আল্লাহ যদি সত্যি সত্যি আমাদের মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন তাহলে তো দ্বিতীয়বারের এ জীবন অপমানজনক ও ক্ষতিকর বলেই প্রমাণিত হবে। কুরাইশ কাফিরেরা এ সব কথা বলাবলি করত। حَافِرَةٌ শব্দের অর্থ মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِذَا هُمْ
تَارَا যে বিষয়টিকে বিরাট ও অসম্ভব বলে মনে করছে সেটা আমার ব্যাপক ক্ষমতার আওতাধীনে খুবই সহজ ও সাধারণ ব্যাপার। এটা তো শুধুমাত্র এক বিকট শব্দ। দ্বিতীয়বার সাবধান করার উদ্দেশে এর আগে কোন সংকেত দেয়া হবেনা। মানুষেরা দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকানো অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ইসরাফীলকে (আঃ) নির্দেশ দিলে তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন। তাঁর ফুৎকারের সাথে সাথেই আগের ও পরের সবাই জীবিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সামনে এক মাইদানে সমবেত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৫২) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ : ৫০) অন্য এক জায়গায় রয়েছে :

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

কিয়ামাতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায়, বরং ওর চেয়েও সত্ত্বর। (সূরা নাহল, ১৬ : ৭৭)

سَاهِرَة শব্দের অর্থ হল ভূ-পৃষ্ঠ ও সমতল মাইদান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, سَاهِرَة অর্থ সমগ্র পৃথিবী। (তাবারী ২৪/১৯৮) সাদ্দিদ ইবন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবু সালিহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন سَاهِرَة অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর উপরিভাগ। (তাবারী ২৪/১৯৮) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, পৃথিবীর সর্বনিম্নেও যে থাকবে তাকেও পৃথিবীর উপরিভাগে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তিনি বলেন : سَاهِرَة হল উঁচু-নীচুহীন সমতল ভূমি। (তাবারী ২৪/১৯৮, দুররুল মানসুর ৮/৪০৮) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ۖ وَرَزَوُا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে, যিনি এক, পরাক্রমশালী। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۚ

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তুমি বল : আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি

ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে, যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ : ১০৫-১০৭) আর এক জায়গায় বলেন :

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً

স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৭) মোট কথা, সম্পূর্ণ নতুন একটি যমীন হবে, যে যমীনে কখনো কোন অন্যায়, খুনাখুনি এবং পাপাচার সংঘটিত হয়নি।

(১৫) তোমার নিকট মুসার বৃত্তান্ত পৌছেছে কি?	১৫. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى
(১৬) যখন তার রাব্ব পবিত্র 'তুওয়া' প্রান্তরে তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন	১৬. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى
(১৭) ফির'আউনের নিকট যাও, সে তো সীমা লংঘন করেছে,	১৭. أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ
(১৮) এবং (তাকে) বল : তুমি কি শুদ্ধাচারী হতে চাও?	১৮. فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ
(১৯) আর আমি তোমাকে তোমার রবের পথে পরিচালিত করি যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর।	১৯. وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ
(২০) অতঃপর সে তাকে মহা নিদর্শন দেখালো।	২০. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ

(২১) কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল ।	২১. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ
(২২) অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল ।	২২. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ
(২৩) সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করল,	২৩. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ
(২৪) আর বলল : আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব ।	২৪. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ
(২৫) ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত ।	২৫. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ
(২৬) যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে ।	২৬. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن تَخْشَىٰ

মূসার (আঃ) ঘটনায় আল্লাহতীর্থদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করছেন যে, তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল মূসাকে (আঃ) ফির'আউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন এবং মু'জিয়া দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফির'আউন ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা ও কুফরী হতে বিরত হয়নি। অবশেষে তার উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হল এবং সে ধ্বংস হয়ে গেল। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন : হে নাবী! তোমার বিরুদ্ধাচরণকারী এবং তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্থকারী কাফিরদেরও অনুরূপ অবস্থা হবে। এ

জন্যই এই ঘটনার শেষে বলেন : ‘যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।’

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى তোমার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? ঐ সময় মূসা (আঃ) ‘তুওয়া’ নামক একটি পবিত্র প্রান্তরে ছিলেন। তুওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সূরা তা-হা’ এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা মূসাকে (আঃ) আহ্বান করে বলেন : ফির‘আউন হঠকারিতা, অহংকার ও সীমালংঘন করেছে। সুতরাং তুমি তার কাছে গমন করে তাকে জিজ্ঞেস কর যে, তোমার কথা শুনে সে সরল, সত্য ও পবিত্র পথে পরিচালিত হতে চায় কি না? তাকে তুমি বলবে : তুমি যদি আমার কথা শ্রবণ কর ও মান্য কর তাহলে তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। আমি তোমাকে আল্লাহর ইবাদাতের এমন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করব যার ফলে তোমার হৃদয় নরম ও উজ্জ্বল হবে। তোমার অন্তরে বিনয় ও আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি হবে। আর তোমার মন হতে কঠোরতা, রুঢ়তা ও নির্মমতা বিদূরিত হয়ে যাবে।

মূসা (আঃ) ফির‘আউনের কাছে গেলেন, তাকে আল্লাহর বাণী শোনালেন, যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করলেন এবং নিজের সত্যতার স্বপক্ষে মু'জিয়া দেখালেন। কিন্তু ফির‘আউনের মনে কুফরী বদ্ধমূল ছিল বলে সে মূসার (আঃ) কথা শোনা সত্ত্বেও তার ভিতরে কিংবা বাহিরে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলনা। সে বারবার সত্যকে অস্বীকার করে নিজের হঠকারী স্বভাবের উপর অটল থাকল। হক ও সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও হতভাগ্য ফির‘আউন ঈমান আনতে পারলনা।

ফির‘আউনের মন জানত যে, তার কাছে আল্লাহর বার্তা নিয়ে যিনি এসেছেন তিনি সত্য নাবী এবং তাঁর শিক্ষাও সত্য। কিন্তু তার মন জানলেও সে বিশ্বাস করতে পারলনা। জানা এক কথা এবং ঈমান আনয়ন করা অন্য কথা। মন যা জানে তা বিশ্বাস করাই হল ঈমান, অর্থাৎ সত্যের অনুগত হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার প্রতি আমল করার জন্য আত্মনিয়োগ করা।

ফির'আউন সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং সত্যবিরোধী তৎপরতা চালাতে শুরু করল। সে যাদুকরদেরকে একত্রিত করে তাদের কাছে মূসাকে (আঃ) হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইল। সে স্বগোত্রকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে ঘোষণা করল : 'আমিই তোমাদের বড় রাব্ব।' ফির'আউন বলেছিল :

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرِي

আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৩৮)

‘অতঃপর আল্লাহ তাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তি দেন।’ অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা তাকে এমন শাস্তি দেন যে, তা তার মত আল্লাহদ্রোহীদের জন্য চিরকাল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এটা তো দুনিয়ার ব্যাপার। এছাড়া আখিরাতের শাস্তি এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بئسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ

আর আল্লাহর লা'নত তাদের সাথে সাথে রইল এই দুনিয়ায়ও এবং কিয়ামাত দিনেও। কতই না নিকৃষ্ট পুরস্কার! যা একটির পর আর একটি তাদেরকে দেয়া হবে (দুনিয়ায় ও আখিরাতে)। (সূরা হুদ, ১১ : ৯৯)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَذْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ

তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত; কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৪১) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, এতে তাদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় যারা অন্তরে ভয় পোষণ করে।

(২৭) তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন।

٢٧. ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ

السَّمَاءُ بَنَاهَا

(২৮) তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

٢٨. رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَهَا

(২৯) এবং তিনি ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনির্গত করেছেন।	<p>২৯. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا</p>
(৩০) এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন।	<p>৩০. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا</p>
(৩১) তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ,	<p>৩১. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا</p>
(৩২) আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন;	<p>৩২. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا</p>
(৩৩) এ সবই তোমাদের ও তোমাদের জন্তুগুলির ভোগের জন্য।	<p>৩৩. مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ</p>

আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার চেয়ে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা খুবই সহজ

যারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস করতনা তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলা যুক্তি পেশ করছেন যে, আকাশ সৃষ্টি করার চেয়ে মৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ ব্যাপার। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর। (সূরা গাফির, ৪০ : ৫৭) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ
بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৮১)

তিনি অত্যন্ত উঁচু, প্রশস্ত ও সমতল করে আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তারপর অন্ধকার রাতে চমকিত ও উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি ঐ আকাশের গায়ে স্থাপন করেছেন। তিনি অন্ধকার কৃষ্ণকায় রাত্রি সৃষ্টি করেছেন। দিনকে উজ্জ্বল এবং আলোকমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। যমীনকে তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু অতঃপর একে অন্ধকারে রূপান্তরিত করেন। (তাবারী ২৪/২০৬) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ছাড়াও বিজ্ঞজনের একটি বড় দল একে সমর্থন জানিয়েছেন। (তাবারী ২৪/২০৭, দুররুল মানসুর ৮/৪১১) وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তিনি আস্তে আস্তে দিনকে নিস্প্রভ করেন।

অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিসমূহকে তিনি যেখানে যেটি স্থাপন করতে চেয়েছেন সেটি সেখানে স্থাপিত হয়েছে তাদের ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) এ ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا এ আয়াতাংশের ভাবার্থ হচ্ছে তিনি ঐ সকলকে স্থাপন করার পর সুদৃঢ় করেছেন এবং তাদের প্রত্যেককে যেখানে যেটি করা দরকার সেখানে স্থায়ী করেছেন। তিনিই সর্বজ্ঞ, সবিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, করুণাময়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : এসব কিছু তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর উপকারের জন্য ও উপভোগের জন্য (সৃষ্টি করা হয়েছে)। অর্থাৎ

যমীন হতে কৃপ ও ঝর্ণা বের করা, গোপনীয় খনি প্রকাশিত করা, ক্ষেতের ফসল ও গাছ-পালা জন্মানো, পাহাড়-পর্বত স্থাপন করা ইত্যাদি, এগুলির ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন যাতে তোমরা যমীন হতে পুরোপুরি লাভবান হতে পার। সবকিছুই মানুষের এবং তাদের পশুদের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐসব পশুও তাদেরই উপকারের উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। তারা কোন পশুর গোশত আহার করে, কোন পশুকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করে এবং এই পৃথিবীতে সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে থাকে। তিনি তাঁর সৃষ্টিসমূহের প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন, যতদিন তারা পৃথিবীতে অবস্থান করে এগুলির প্রয়োজন অনুভব করবে এবং তাদের মৃত্যু না হবে।

(৩৪) অতঃপর যখন মহা সংকট উপস্থিত হবে,	<p>৩৪. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى</p>
(৩৫) সেদিন মানুষ যা করেছে তা স্মরণ করবে,	<p>৩৫. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى</p>
(৩৬) এবং প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম - দর্শকদের জন্য।	<p>৩৬. وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى</p>
(৩৭) অনন্তর যে সীমা লংঘন করে,	<p>৩৭. فَأَمَّا مَنْ طَغَى</p>
(৩৮) এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়,	<p>৩৮. وَءَاثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا</p>

(৩৯) জাহান্নামই হবে তার আবাস স্থল।	<p>৩৯. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى</p>
(৪০) পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে,	<p>৪০. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ أَهْوَى</p>
(৪১) জান্নাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান।	<p>৪১. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى</p>
(৪২) তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামাত সম্পর্কে যে, ওটা কখন ঘটবে?	<p>৪২. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا</p>
(৪৩) এর আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?	<p>৪৩. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا</p>
(৪৪) এর উত্তম জ্ঞান আছে তোমার রবেরই নিকট।	<p>৪৪. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَا</p>
(৪৫) যে ওর ভয় রাখে তুমি শুধু তারই সতর্ককারী।	<p>৪৫. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ تَحْشَاهَا</p>
(৪৬) যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি।	<p>৪৬. كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا.</p>

বিচার দিবসের বর্ণনা এবং উহা কবে হবে তা সবার অজানা

طَامَّةُ الْكُبْرَى দ্বারা কিয়ামাতের দিন উদ্দেশ্য। (তাবারী ২৪/২১১) কেননা
ঐ দিন হবে খুবই ভয়াবহ ও গোলযোগপূর্ণ দিন। যেমন অন্যত্র রয়েছে :

وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ

এবং কিয়ামাত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (সূরা কামার, ৫৪ : ৪৬)
অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন **يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى** সেদিন
মানুষ স্মরণ করবে যে, সে কি করেছে। অর্থাৎ সেদিন আদম সন্তানের
কাছে প্রতিভাত হবে যে, সে কি কি ভাল কাজ করেছে এবং কোন্ কোন্
খারাপ কাজ করেছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى

সেদিন মানুষ উপলদ্ধি করবে, কিন্তু এই উপলদ্ধি তার কি করে কাজে
আসবে? (সূরা ফাজ্র, ৮৯ : ২৩) অর্থাৎ ঐ সময় উপদেশ গ্রহণে কোনই
উপকার হবেনা। মানুষের সামনে জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে। তারা ঐ
জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখবে। পার্থিব জীবনে যারা শুধু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল
এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায়নি, পরকালকে প্রাধান্য না দিয়ে
পার্থিব চিন্তায় ও তৎপরতায় লিপ্ত ছিল, সেই দিন তাদের ঠিকানা হবে
জাহান্নাম। তাদের খাদ্য হবে যাককুম নামক গাছ এবং পানীয় হবে হামীম
বা ফুটন্ত পানি। কিন্তু যারা আল্লাহ তা'আলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়
করেছে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেদেরকে বিরত রেখেছে, তাদের ঠিকানা
হবে সুখ সমৃদ্ধ জান্নাত। সেখানে তারা সর্বপ্রকারের নি'আমাত লাভ করবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে নাবী! কিয়ামাত কখন সংঘটিত
হবে একথা তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। তুমি তাদেরকে বলে দাও :
আমি সেটা জানিনা এবং শুধু আমি কেন, আল্লাহর মাখলুকাতের মধ্যে
কেহই তা জানেনা। এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে।

ثَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ۖ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ

حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

তা হবে আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। তোমাদের উপর ওটা আকস্মিকভাবেই আসবে। তুমি যেন এ বিষয় সবিশেষ অবগত, এটা ভেবে তারা তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলে দাও : এ সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আমার রবেরই রয়েছে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৮৭)

জিবরাঈল (আঃ) যখন মানুষের রূপ ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন তখন তিনি সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁকে কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন “জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা বেশী জানেনা।” (ফাতহুল বারী ১/১৪০)

আল্লাহ তা'আলার উক্তি : হে নাবী! তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। কিয়ামাতের ভয়াবহতা এবং আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে মানুষদের সাবধান করতে থাক। যারা ঐ ভয়াবহ দিনকে ভয় করে তারাই শুধু তোমাকে অনুসরণ করবে এবং লাভবান হবে। তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করবে বলে সেই দিনের ভয়াবহতা থেকে তারা রক্ষা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যারা তোমার সতর্কীকরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেনা, বরং তোমার বিরোধিতা করবে তারা সেই দিন নিকৃষ্ট ধরনের ধ্বংসাত্মক আযাবের কবলে পতিত হবে।

মানুষ যখন নিজেদের কাবর থেকে উত্থিত হয়ে হাশরের মাইদানে সমবেত হবে তখন পৃথিবীর জীবনকাল তাদের কাছে খুবই কম বলে অনুভূত হবে। তাদের মনে হবে যে, তারা যেন সকাল বেলায় কিছু অংশ অথবা বিকেল বেলায় কিছু অংশ পৃথিবীতে অতিবাহিত করেছে।

যুহরের সময় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে عَشِيَّة বলা হয় এবং সূর্যোদয় থেকে নিয়ে অর্ধ দিন পর্যন্ত সময়কে ضَحَى বলা হয়। (দুররুল মানসুর ৮/৪১৩) অর্থাৎ আখিরাতে তুলনায় পৃথিবীর সুদীর্ঘ বয়সকেও অতি অল্পকাল বলে মনে হবে।

সূরা নাযি'আত এর তাফসীর সমাপ্ত।